Global Forum on
Youth, Peace and Security

তারুণ্য, শান্তি ও নিরাপত্তা শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলন

তারুণ্য, শান্তি ও নিরাপত্তা শীর্ষক আম্মান যুব ঘোষণা

(২০১৫ সালের ২২ আগস্ট জর্ডানের আম্মানে গৃহীত)

প্রস্তাবনা

একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব সমাজে বসবাসের অঙ্গীকারে আমরা, বিশ্বের তরুনেরা ২১-২২ আগস্ট, ২০১৫ জর্ডানের আম্মানে অনুষ্ঠিত 'তারুণ্য, শান্তি এবং নিরাপত্তা' শীর্ষক বৈশ্বিক আলোচনায় অংশগ্রহন করেছি। স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা অর্জনে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করা আজ একটি আবশ্যিক কর্তব্য।

আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই জর্ডানের রাজপুত্র দ্বিতীয় আল হুসেইন বিন আব্দুল্লাহকে তার সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং নেতৃত্বের জন্য। একইসাথে কৃতজ্ঞতা জানাই জর্ডানের হাসেমিয় রাজতন্ত্রকে এই বৈশ্বিক আলোচনাটি আয়োজন এবং তারুণ্য, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেবার অঙ্গীকারের জন্য।

আম্মান ঘোষণার মাধ্যমে আমরা সকলেই একই লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা উপস্থাপনা করছি যা বিশ্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত দমনে এবং টেকসই শান্তি অর্জনে সহায়তাকারী একটি কার্যকরী নীতি গ্রহণে সহায়তা করবে।

এই ঘোষণাটি তরুণদের দ্বারা রচিত এবং একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি নিশ্চিতের জন্য সমগ্র বিশ্বের তরুণদের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করা হয়েছে। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফলাফল ছিল এই ঘোষণা। এক্ষেত্রে আমরা;

ঘোষণাটি জাতিসংঘ সনদের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচনা করেছি এবং আমাদের ঘোষণায় আমরা স্বীকার করেছি যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান দায়িত্ব এই সনদের আলোকেই বিশ্ব শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখা;

জাতিসংঘের ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডায় ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১৬’ বাস্তবায়নে তরুণদের ভুমিকা এবং সহায়তাকে যে চিহ্নিত করা প্রয়োজন তা আমরা আমাদের ঘোষণায় উল্লেখ করেছি।

যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী শান্তি প্রতিষ্ঠায় তরুণদের অংশগ্রহণ এবং অবদান নিশ্চিতকরণে ভিত্তি গঠনের যে তাৎপর্য তা আমরা আমাদের ঘোষণায় স্মরণ করেছি।

আমাদের ঘোষণায় আমরা এটিও চিহ্নিত করেছি যে সমাজে শান্তি, সুবিচার এবং পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনে ইতিবাচক অবদানকারী হিসেবে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমরা তরুনেরা নিয়োজিত।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যরত সরকার ও সংস্থাসমুহের শান্তিস্থাপন প্রক্রিয়ায় তরুণদের অন্তর্ভুক্তিকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

অসংখ্য তরুণদের অরক্ষিত অবস্থা বিশেষ করে উদ্বাস্তু এবং অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুতদেরও আমাদের ঘোষণায় আমরা চিহ্নিত করেছি।

নিম্নের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সুশীল সমাজসহ সরকারী এবং বেসরকারি সংগঠন, সমিতি এবং সংস্থাকে তরুণদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠনের সাথে কাজ করার জন্য আহ্বান করার ব্যাপারেও আমাদের ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে।

১. শান্তি এবং নিরাপত্তা বিষয়ে তরুণদের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব

দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়াতে, সহিংসতা প্রতিহতে এবং শান্তি স্থাপনে আমরা তরুণেরা নিবিড়ভাবে নিয়োজিত। নীতি-নির্ধারনকারী সংস্থার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততা না থাকায় আমাদের প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই থেকে যাচ্ছে অদৃশ্য, অস্বীকৃত এমনকি অবমুল্যায়িত। স্থানীয় থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং নীতি নির্ধারণে তরুণদের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বের জন্য অর্থপূর্ণ একটি কৌশল উন্নয়নে আমরা নীতি নির্ধারণকারীদের অনুরোধ করছি। শান্তিপূর্ণ ও টেকসই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠায় আমাদের অবশ্যই তরুণদের নেতৃত্বের দক্ষতাকে শানিত করার পাশাপাশি নেতিবাচক ধ্যানধারণা দূর করতে একটি আন্তঃনির্ভরশীল সমাজও তৈরি করতে হবে।

কর্মসূচিঃ

- যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তরুণদের নির্দিষ্ট চাহিদা, সম্পদ, সম্ভাব্য এবং বৈচিত্রময় পরিচয় চিহ্নিত এবং তা উল্লেখ করে ২০১৭ সালের মধ্যে জাতিসংঘকে অবশ্যই একটি ‘বৈশ্বিক নীতিমালা’ তৈরি

করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে তরুণদের ভুমিকা চিহ্নিত করতে এবং তাদের অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকিকরণে তারুণ্য, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকাই এক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আমরা তারুণ্য, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে একটি প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

- শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতীয় সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনকে জরুরি ভিত্তিতে তরুণদের সাথে 'নীতিনির্ধারণী সংলাপ প্রক্রিয়া' শুরু করতে হবে । এই আলোচনা হবে অবশ্যই প্রথাগত পরামর্শ প্রক্রিয়ার বাইরে ।
- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শান্তি প্রক্রিয়ায় এমনকি আনুষ্ঠানিক শান্তি আলোচনায় স্থানীয় হতে বৈশ্বিক পর্যায়ে তরুণদের অর্থপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করতে আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতীয় সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় কৌশল গ্রহণ করতে হবে।
- সক্ষমতা উন্নয়নে আগ্রহী ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত তরুণ-নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোর সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতীয় সরকার সম্পৃক্ত হবে এবং সহায়তা করবে।
- গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রসঙ্গ-নির্দিষ্ট এবং মানসম্মত করতে সরকারকে কাজ করতে হবে যাতে তরুণেরা প্রশাসনিক কাঠামোয় নিয়োজিত হতে পারে।
- তরুণ নেতৃত্বাধীন সংগঠন, নেটওয়ার্ক, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সংস্থাগুলোতে দাতাগোষ্ঠীকে অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদী বরাদ্দ, টেকসই তহবিল এবং বস্তুগত সহায়তা দিতে হবে। আর এই বরাদ্দের পর্যাপ্ততা এবং প্রবেশযোগ্যতা যাচাইয়ে তরুণেরা দাতাগোষ্ঠীর নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে।

২। সহিংসতা প্রতিরোধে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় তরুণদের ভুমিকা

সশস্ত্র সংঘাত কিংবা সহিংসতায় জড়িত না থেকেও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহিংসতা এবং সহিংস চরমপন্থার নামে সম্ভাব্য অপরাধী হিসেবে তরুণেরা চিহ্নিত হচ্ছে, যা সহিংসতা প্রতিরোধ এবং দ্বন্দ্ব নিরসনে তরুণদের ভূমিকা পালন ব্যহত করছে।

কর্মসূচি:

- যেহেতু তরুণরা সহিংসতা ও সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে কাজ করছে, সেহেতু জাতীয সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, বেসরকারি সংস্থা ও ধর্মভিত্তিক সংগঠন এবং উক্ত সংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দসহ সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোকে অবশ্যই স্বীকৃতি ও সমর্থন প্রদান করতে হবে। তাদের উচিত তাদের দেশ ও সম্প্রদায়ের তরুণদের বিদ্যমানক্ষমতা, আন্তঃসম্পর্ক এবং সম্পদ দ্বারা প্রস্তুত করা একই সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তাদের প্রস্তুত করা।

• আমাদের তরুণদের উচিৎ সহিংসতা ও সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে অব্যাহত ভূমিকা রাখা। জাতীয় সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উচিত একটি সহজ এবং সক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টি করার মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তরুণদের কাজের যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া এবং পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করে তাদের কার্যক্রমকে সহজতর করা। এটি গঠন করতে হবে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতিগত ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট থেকে আসা তরুণদের নিয়ে।

• আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতীয় সরকারের উচিৎ কোনও রকম ব্যতিক্রম ছাড়া তরুণদের মৌলিক মানবাধিকারের পূর্ণ বিধান নিশ্চিত করা ।

• জাতীয় সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং গবেষকদের উচিত তরুণ ও যুব সংগঠংনগুলোর সহযোগিতা নিশ্চিত করে প্রাসঙ্গিক গবেষণা পরিচালনা করা যা সহিংসতা ও চরমপন্থার চালক ও সক্রিয়তাকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর প্রতিক্রিয়া আনতে সক্ষম হবে।

৩. লিঙ্গ-সমতা

লিঙ্গ ভিত্তিক হওয়ার কারণে শান্তি প্রতিষ্ঠা, দ্বন্দ্ব নিরসন এবং সহিংসতা প্রতিহত করতে তরুণরা প্রতিনিয়তই বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। বিশ্বের কিছু অংশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণই বিপন্ন হয়ে আছে। এতদনুসারে, লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে যা কেবলমাত্র লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতই করবে না, বরং লিঙ্গ বৈষম্যের কষ্টকেও নির্দেশ করবে ।

<u>কর্মসূচি:</u>

• স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় সরকারকে অবশ্যই তরুণ নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান সুযোগ ও শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং ঐ সকল পরিবেশে লিঙ্গ বৈষম্যেকে দমিয়ে রাখার মত প্রক্রিয়া চালু করতে হবে, এটা বুঝতে হবে যে নারীর প্রান্তিকতা সব সমাজেই টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়।

• আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতীয় সরকার এবং দাতাদের অবশ্যই ঐসব তরুণ-নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোকে চিহ্নিত ও সমর্থন করা উচিৎ যারা শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করতে লিঙ্গ সমতা ও তরুণ নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে কারণ নারী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

• আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতীয় সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অবশ্যই উচিৎ মেয়েদের অধিকার প্রচার ও রক্ষা এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও দায়মুক্ত অপরাধ যেমন জোরপূর্বক বিয়ে, যৌন নিগ্রহ ও

পারিবারিক সহিংসতা, এবং নারীদের যৌনাঙ্গহানি ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত যে অঙ্গীকার আছে তা বাস্তবায়ন করা । লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা উন্নয়ন ও শান্তি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তরুণদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ ব্যাহত করে। উপরন্তু, যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা নিরাপত্তাহীনতার বৃহত্তর বিষয়ের সাথে যুক্ত এবং এর জন্য শান্তি চুক্তির আলোচনার প্রেক্ষাপটে ব্যাঘাত ঘটে ।

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় সরকারকে ২০১৮ সালের মধ্যে এই ধরণের ব্যবস্থা করে সব সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে মেয়েদের অংশগ্রহণের জন্য সর্বনিম্ন কোটাসহ অস্থায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- তরুণ-নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোকে তাদের সকল কার্যক্রমে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সর্বদা লিঙ্গ-সংবেদনশীল থাকতে হবে।

৪। তরুণদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন

আমরা সমগ্র বিশ্বের তরুণেরা আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই কম সুযোগ পেয়ে থাকি। এই সীমিত বা অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের কারনে এবং শিক্ষার ক্ষমতায়নের অভাবে তৈরি হয় অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা। এই অবস্থা আমাদের শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ কমিয়ে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় বাঁধা সৃষ্টি করে এবং আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার সামর্থ্যকে সীমিত করে তোলে।অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া যেমন কোন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব না তেমনি শান্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব না ।আর সমাজে শান্তি প্রণয়নের সক্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে সমাজের প্রতি আমাদের কিছু দায়িত্বও রয়েছে।

<u>কর্মসূচিঃ</u>

- দেশের সরকারকে অবশ্যই তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে একসাথে কাজ করে জাতীয় যুব কর্মসংস্থান কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে শ্রমনীতি প্রণয়ন করতে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে । এই পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবসম্মত হতে হবে এবং এর সাথে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে যাতে করে কোন ক্ষেত্রেই তরুণেরা উপেক্ষিত না হয় ।
- কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনকে গ্রামীণ ও শহুরে দুই পরিবেশেই তরুণদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে সহযোগিতা করতে হবে । সরকার অবশ্যই তরুণদের কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তুলবে যার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠবে।

- তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি এবং তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশের সরকার, দাতাগোষ্ঠী এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত যুব নেতৃত্বাধীন এবং শান্তি প্রণয়নকারী সংস্থাগুলোর সহযোগী হিসেবে কাজ করা যেহেতু ঐ সংগঠনগুলোর কাজই হচ্ছে প্রান্তিক তরুণদের এক্ষেত্রে নিয়োজিত করা।
- তরুণদের সুস্বাস্থ্যের জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারকে অবশ্যই তহবিল গঠন করে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, আইন প্রণয়ন এবং সচেতনতামুলক বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করতে হবে। তরুণদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটি অন্যতম একটি পূর্বশর্ত।

উল্লিখিত বিষয়গুলো হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তরুণদের অংশগ্রহণের নীতি কাঠামোর কিছু আবশ্যিক শর্ত। দেশের সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, দাতাগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্যদের উচিত দ্রুত জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে করে দায়িত্বপ্রাপ্ত তরুণেরা এই ঘোষণার কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে চরম সহিংসতা প্রতিহত করে বিশ্বব্যাপি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

তারুন্য, শান্তি এবং নিরাপত্তা বিষয়ক এই বৈশ্বিক সম্মেলনে উপস্থিত আমরা সবাই সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এক সাথে কাজ করার অঙ্গীকার করছি। এই ঘোষণার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।